"হাদমুল জয়সুসিয়্যাহ"

(গুপ্তচরবৃত্তির বিনাশ শীর্ষক) ডকুমেন্টারির প্রাথমিক পরিচিতি ও ভূমিকা।

"হাদমুল জয়সুসিয়্যাহ"

(গুপ্তচরবৃত্তির বিনাশ শীর্ষক) ডকুমেন্টারির প্রাথমিক পরিচিতি ও ভূমিকা।

(1)
المقدمة التمهيدية لهدم الجاسوسية

"হাদমুল জয়সুসিয়্যাহ"(গুপ্তচরবৃত্তির বিনাশ শীর্ষক) ডকুমেন্টারির প্রাথমিক পরিচিতি ও ভূমিকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)

“আর বলুন, ‘হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে । আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি’। এবং বলুন, ‘হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল’।” (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮০-৮১)

আলকায়েদা জাজীরাতুল আরব(একিউএপি)শাখার
নিরাপত্তা বিভাগের বিবৃতি
তারিখ: যিলহজ্ব, ১৪৩৯হি.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর-যার অনুগ্রহে সুসমাপ্ত হয় সকল কল্যাণকর কাজ,দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মাদ (সা. এর প্রতি,এবং তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদের প্রতি...

পূর্ণ এক বৎসর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পর আল্লাহ তাআলা জাযিরাতুল আরবের মুজাহিদগণকে সউদি গোয়েন্দা বিভাগের অনুগত (মুজাহিদদের মাঝে ঢুকে পড়া) গোয়েন্দা নেটওয়ার্ককে গ্রেফতার করার তাওফিক দিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে কেবলই আল্লাহ তাআলার তাওফিকে ও অনুগ্রহে।

ইয়ামানের মুজাহিদদের উপর মার্কিন ড্রোনবিমানের অধিকাংশ হামলার পেছনে এবং তানজীমের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অধিকাংশ সমস্যার পেছনে গ্রেফতারকৃত এই গোয়েন্দা সেলটিই দায়ী। এছাড়াও এই সেলটি শত্রুপক্ষের বিমান হামলার পরিকল্পনা ও নীলনকশা বাস্তবায়নের দায়িত্বও পালন করতো।

এই সেলটি শুধু ড্রোনহামলা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ভিকটিমের উপর ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, বরং তানজীমের সাথে দুশমনদের কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাদের উপদেষ্টার ভূমিকাও পালন করতো।

এই সেলের সদস্যরা হল:
১. গোয়েন্দা: ইয়াকুব আলহাজরামি (আসল নাম- খালেদ বিন সালেম।)
২. গোয়েন্দা: আবু উমার আশশিহরি (আসল নাম– উসমান ইবনে আলী আশশিহরি।)
৩. গোয়েন্দা: আবু তুরাব আসসুদানী (আসল নাম– রাশাদ কুরাশী উসমান।)
৪. গোয়েন্দা: আবু আয়েজ আশশারুরী (আসল নাম- জাবনুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আশশারুরী।)
৫. গোয়েন্দা: হামযা আশশারুরী (আসল নাম– সালেহ বিন আলী আশশারুরী।)

৬. গোয়েন্দা: আবু আমের আলমক্কী(আসল নাম- আব্দুল্লাহ ইবনে না'আম আসসুলামী।)
৭. গোয়েন্দা: ফারেস আলকাছিমী(আসল নাম- আব্দুররহমান ইবনে মুহাম্মাদ আলকাছিমী।)

পরিশেষে-
গোয়েন্দা সেল অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ,তদন্ত ও বিশ্লেষণ এবং গোয়েন্দা এজেন্টদের গ্রেফতারে নিযুক্ত মুজাহিদ টিমগুলোর সম্মানিত সকল ভাইয়ের প্রতি নিরাপত্তা বিভাগ পূর্ণ কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করছে। তদ্রূপ নিরাপত্তা বিভাগ ঐ সকল ভাইদের প্রতি প্রভূত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে, যারা নিরাপত্তা বিভাগের সাথে এই প্রচেষ্টায় শরীক হয়েছেন, এর গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন, তাদের সাথে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং এ পথে সীমাহীন কষ্ট বরদাশত করেছেন। আমরা তাদেরকে বলবো- উমর আপনাদের না চিনলেও আপনাদের কোন ক্ষতি নেই, যদি আল্লাহ তাআলা আপনাদের চিনে থাকেন।

وصلى الله و سلم وبارك على نبيننا محمد وعلى آله و صحبه،والحمد لله رب العلمين

নিরাপত্তা বিভাগ, তানজীম আলকায়েদা,
জাযিরাতুল আরব(একিউএপি)
যিলহজ্ব, ১৪৩৯হি. (আগস্ট, ২০১৮ ইং)

[গ্রেফতারকৃত গোয়েন্দাদের পরিচয়,অপরাধের বিবরণ ও জবানবন্দী]
{১}

আবু তুরাব আস সুদানী।
(রাশাদ কুরাশী উসমান)
সুদানী নাগরিক।
সৌদী গোয়েন্দা সংস্থা তাকে রিক্রুট করে এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির মিশন দিয়ে ইয়েমেন পাঠায়।
প্রথমবারের মতো তার জবানবন্দী প্রকাশ করা হচ্ছে...

প্রশ্ন:নাম?

উত্তর:রাশাদ কুরাশী উসমান।

-কার মাধ্যমে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে?

>আমি সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর অধীনে গোয়েন্দা শাখায় চাকুরী করেছি। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর২০১১ সালে সৌদী গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে গোয়েন্দা হিসেবে আমার রিক্রুটমেন্ট সম্পন্ন হয়।

>শায়েখ আবু বাসির রহ: উপর ড্রোনহামলা বাস্তবায়নের জন্য কিভাবে ইলেকট্রিক চিপ সেট করা হয়েছিল?

--সৌদি ইন্টেলিজেন্স অফিসার আবু খালেদ তার গাড়ী থেকে একটা কার্পেট বের করে আমাকে দেয়।
এরপর আমাকে বলে-যদি তুমি শায়েখ আবু বাসির নাসির আল উহাইশি অথবা শায়েখ কাসেম আর রিমির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারো-তাহলে এটা ব্যবহার করবে।
কার্পেটের এক কোনায় ছোট্ট একটা ট্র্যাকিং ডিভাইস লুকানো ছিল।নিচ থেকে চাপ দিলে ডিভাইসটা সক্রিয় হয়ে ওঠে।
যাই হোক,এ বিষয়ে সম্মত হয়ে তার হাত থেকে কার্পেটটা নিয়ে আমি চলে আসি।
এর কিছুক্ষণ পর আমি গাড়িতে করে আলমিহজার সমুদ্র সৈকটে গিয়ে শায়েখ আবু বাসির রহ:এর সাথে সাক্ষাত করি।
শায়েখ আবু বাসির রহ: আমাকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে বলেন।আমি গাড়ী থেকে নেমে কার্পেটটা রাখবার জন্য শায়েখকে তার গাড়ীর বক্স খুলে দিতে অনুরোধ করি।শায়েখ বক্স খুলে দিলে আমি ডিভাইসটা অন করে কার্পেটটাকে গাড়ীর ব্যকবক্সে রেখে দিই।
আম্মারের কাছ থেকে আমি রাইফেল নিই। তখন আম্মার আমাকে তার সাথে যেতে বলল। আমি বললাম ঠিক আছে।
আম্মারের সাথে যেতে হবে,তাই হাতিয়ারগুলো আমি শায়েখ আবু বাসিরের সহযাত্রী ফারুককে দিয়ে দিলাম।এরপর আম্মারের সাথে গাড়ীতে ওঠে স্হান ত্যাগ করলাম।
পথে আম্মার আমাকে একটা নাম্বার দিয়ে বলল এই ভাইয়ের সঙে যোগাযোগ করে শায়েখের

সাথে তার দেখা করার ব্যবস্থা করো।
আমি বারবার সেই নাম্বারে যোগাযোগের চেষ্টা করার পরও অপর দিক থেকে কোনো সাড়া পেলাম না।আর এই ফাঁকে আমার সাথে সৌদী ইন্টেলিজেন্সের যোগাযোগের জন্য আলাদা যে মোবাইলটা ছিল সেটা বের করে আমি ওদেরকে কল দিলামম।দুই কি তিনবার চেষ্টা করতেই ফোন রিসসিভ করলো।

(ইন্টেলিজেন্স অফিসার)আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি আল মিহজার সী বিচে আছো?
আমি বললাম-শায়েখ আবু বাসির, এবং সেই স্পেশাল কার্পেট এবং ইলেকট্রনিক চিপ সবই ওখানে আছে।
আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি এখনি ফিরব নাকি পরে?
আমি বললাম-পরে।
"আচ্ছা, ওকে।"
আমরা যখন ফিরতি পথ ধরলাম,বন্দরের কাছাকাছি আসার পর শায়েখের গাড়ীতে ড্রোনহামলার ঘটনা ঘটে।

*

যেসব অপরাধের সঙ্গে সে জড়িত ছিল-
১.একিউএপির সম্মানিত আমীর শায়েখ আবু বাসির নাসির আল উহাইশি রহ: এর উপর ড্রোন হামলা করার জন্য ইলেকট্রিক চিপ স্থাপন করেছে।
আর এই হামলায় শায়েখ আবু বাসির রহ: -ফারুক আল কাসিমি এবং আবু উমর আল পাকিস্তানী নামের আরো দুইসঙীসহ শাহাদাত বরণ করেন।

২.শায়েখ হুজাইফা আল গামেদী, আবুল হারেস আল ইরাকী,ফাহাদ আল উহাইশি,বিলাল আল ইরাকী, সাইফ আল হুমাইকানী প্রমুখ মুজাহিদদের উপর ড্রোন হামলা বাস্তবায়নে সে জড়িত ছিল। (আল্লাহ তাদের সবাই কে করুণার চাদরে ঢেকে নিন।)

৩.ভাই আবু সাবআ আল আওলাকি এবং সালেহ আল আউলাকি (রহ এর উপর ড্রোন হামলার উদ্দেশ্য তাদের জন্য ইলেকট্রনিক চিপ সেট করেছে।

৪.তানজিমের অর্থবিভাগের ক্যাম্পে রাখা একটি গাড়িতে সে ইলেক্ট্রনিক চিপ স্থাপন করেছিল। যার ফলে বিমান হামলায় বেশ কিছু ভাই শহীদ হন।যাদের মধ্যে আছেন-হামজা আস সোমালি,আবু আব্দির রহমান আস সানআনী,আবু মুসআব আল ফাতহানী,আব্দুল্লাহ ইবনে নাসের আস সামুশ,আংকেল মুতাহহারের নাতি।
এবং এই হামলায় মুজাহিদীনদের প্রায় সত্তর মিলিয়ন ডলার পুড়ে যায়।

৫.বেশ কিছু ভাইয়ের অবস্থান সম্পর্কে শত্রুকে সে তথ্য দিয়েছে।এবং তারা তাদের গাড়ীতে আছেন মর্মে শত্রুকে নিশ্চিত করেছে।
এর একটু পরেই তাদের গাড়িতে সরাসরি বম্বিং শুরু হয়।
এই হামলার শিকার হওয়া মুজাহিদীনদের নামগুলো হল-
সাউদ আদ দাগারী,আবু কাব আল হিময়ারি,খালেদ আল আওলাকী,আবু হাব্বাহ আল আবয়ানী,সাইফ আশ শিহরী।

৬.ইয়েমেন আলকায়েদার সদস্য ভাই তাওফিক আল আকিলি,আব্দুর রহমান ইবনে জামীল,হাসসান আল মারেবী রহিমাহুল্লাহুর উপর ড্রোনহামলায় সে সহযোগিতা করেছে।

৭.ভাই আবু খালেদ আত তা'ইযী, আশরাফ আত তা'যী,জামাল আল বুরুক,খালেদ ইবনে গালেব আল হামুদী, আবু খালেদ আল হাদরামী,নাবিল আল কিন্দী এবং শায়েখ মিসআদ ইবনে মানসুর আন নাহদীর উপর ড্রোন হামলায় অংশগ্রহণ করেছে।
আল্লাহ তায়ালা এই সকল মুজাহিদ শহীদদেরকে করুনার শিশিরে সিক্ত করুন।

৮.শাবওয়াতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মার্কিন বিমানবাহিনী কতৃক পরিচালিত আবদান অপারেশনে সহযোগিতা।
যে অপারেশনে একজন মহৎ পিতা মুবারক ইবনে আহমাদ আলহার্দ আদ দাগারী আল আওলাকীর পাঁচ ছেলে একসঙে শাহাদাত বরণ করেন।
এরা হচ্ছেন-শায়েখ ইবনে মুবারক আদদাগারী,আহমাদ ইবনে মুবারক আদ দাগারী,জামাল ইবনে মুবারক আদ দাগারী,রুওয়াইস ইবনে মুবারক আদ দাগারী,এবং সালেহ ইবনে মুবারক আদ দাগারী।রহিমাহুমুল্লাহ।

আর তাদের সঙে শহীদ হন তাদের চাচারাও-আবু আরিফ ফাহাদ ইবনে আহমাদ আদ দাগারী, এবং নাসের ইবনে আহমাদ আদদাগারী।রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

এই অপারেশনে এদের ছাড়াও আরো শহীদ হন সত্তরোর্ধ প্রবীণ মুজাহিদ আলহাজ আব্দুল্লাহ ইবনে লা'ওয়াজ আদ দাগারী এবং তাঁর ভাতিজা আম্মার ইবনে নাসের লাওয়াজ আদ দাগারী।এবং ভাই সাইফ আন নাসী।

আল্লাহ তাঁদের সবাইকে করুণা করুন এবং শহীদ হিসেবে কবুল করেন।

৯.শায়েখ মামুন আল হাতেম, আবু আব্দির রহমান(যিনি খালেদ আর রাহাবী নামে সমধিক পরিচিত)এবং শায়েখ হাসসান আল হাদা(রহিমাহুমুল্লাহ) এর উপর বোমমাবর্ষণে শত্রুদের সঙে যোগসাজশ।

১০.মুজাহিদ তামিম আর রাদুমী আর আবু মুহাম্মাদ আল হাব্বানী কে বন্দী করতে সে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করেছে।
(আল্লাহ তাদের মুক্তি তরান্বিত করুন,আমীন)

১১.একইভাবে এই দালাল সুদানে মুজাহিদ শায়েখ আবুল বারা আল আজদী (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু)কে বন্দী করে সউদ প্রশাসনের হাতে হস্তান্তরের পেছনে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছে।
+ ★
{২}

গুপ্তচর: আবু উমর আশ শিহরী।
(আসল নাম:উসমান ইবনে আলী আশ শিহরী)
সৌদী ইন্টেলিজেন্সের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত।
প্রথমবারের তার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা হচ্ছে।

>নাম?

-----আমার নাম উসমান ইবনে আলী ইবনে যুহায়র আশ শিহরী।

>কে তোমাকে রিক্রুট করেছে?
--------আমার রিক্রুট হওয়ার মাধ্যম ছিল ইয়াহইয়া আল ফিফি।সেই আমাকে গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে।
আর সাইদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল কাহতানী আমাকে রিক্রুটের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।
সে আমার জন্য দুজন গোয়েন্দা অফিসারকে পাঠায়।একজনের নাম শাহরানী আর অপরজন শামারী।এরা আমাকে তাদের হয়ে কাজ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

>মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কি কি কাজে জড়িত ছিলে?
----লোকেশন শনাক্ত করে ড্রোন হামলা বাস্তবায়ন করার জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন,পর্যবেক্ষণ ও শত্রুদেরকে তথ্য সরবরাহ।

****
যেসব অপরাধের সঙে সে জড়িত ছিল-
১.মুজাহিদ গাজওয়ান আল ওয়ায়েলী এবং যোবায়ের আস সানআনী রহিমাহুমাল্লাহ এর গাড়িতে সে ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন করেছিল।

২.ভাই ইবরাহিম আল আবয়ানী এবং হামজা আল ইব্বির জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন করেছিল।

৩.সে মুজাহিদ তোফায়েল আত তা'যীর জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন করে-যার ফলে মিছাক আল আদানী, উকাব আল বায়জানী এবং উসামা আর রাদফানি সহ বেশকিছু ভাই বোমাবর্ষনের শিকার হন।
আল্লাহ তাদের সবাইকে রহম করুন।

৪. জালাল আস সাইদী এবং আবু বিলাল আল লাউদারী রহিমাহুমাল্লাহর জন্যও সে গোপন ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন করেছিল।

৫.শায়েখ আব্দুল হামীদ আর রাসসাস রহিমাহুল্লার উপর ড্রোনহামলার জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন করেছিল।

৬.ভাই মাইসারা আল আদানী রহিমাহুল্লাহ কে লক্ষ্য করে পরিচালিত হামলায় শত্রুদের সঙে যোগসাজশ। এই হামলায় আরো দুজন মুজাহিদ-আবু উয়াইস আস সানআনী এবং আবু খালেদ আল মাশদালী রহিমাহুমাল্লাহও শাহাদাত বরণ করেন।

৭.ভাই আবু উমর আয যাহর এবং সালেহ আল আবয়ানী হত্যায়ও সে জড়িত ছিল।

৮.মুজাহিদ খাওলান আস সানআনী,হামজা আস সানআনী, উসামা আল হুদাইদী, মুওয়াহহিদ আর রাদায়ী এবং আবু আলী আর রাদায়ী হত্যায়ও সে জড়িত ছিল।

৯.মুজাহিদ তোফায়েল আত তা'যী এর উপর ড্রোনহামলার ঘটনায়ও সে জড়িত ছিল।

১০.শায়েখ আবু হাম্মাম আল ইব্বি সালেহ আব্দুল মুগনী রহিমাহুল্লাহর উপর হামলা করে তাকে হত্যার ঘটনায় সে জড়িত ছিল।

১১.ভাই উসাইরাম আস সানআনী,গাজী আল হাশেদী,এবং আম্মার আল মক্কী রহিমাহুমুল্লাহ এর উপর আকাশ বোমা হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল।

১২.সম্মানিত শায়েখ নাবিল আজ জাহাব, ভাই আবু মাইসারা আল আদানী,এবং আবু উমর আস সামবাহী রহিমাহুমুল্লাহ গাড়ীতে করে বের হয়েছেন মর্মে শত্রুকে সংবাদ দিয়েছিল।ফলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা শত্রুর হামলায় শহীদ হন।

এ ছাড়াও কাফেরদেরকে নিয়মিত মুজাহিদীন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের অপরাধ তো আছেই।

{৩}

স্পাই: আবু আমের আল মক্কী

(আব্দুল্লাহ ইবনে নাআম আস সুলামী)
সৌদী হুকুমতের পক্ষ থেকে প্রেরিত।
প্রথমবারের মতো তার জবানবন্দী প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন>কিভাবে রিক্রুট হয়েছো?

---সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে আমার রিক্রুটমেন্ট সম্পন্ন হয়।
মুহাম্মাদ নাশি আল উতাইবি আর ফাহাদ আল জুওয়াইরিনি আমাকে রিক্রুট করার দায়িত্ব পালন করে।

>কি মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল?
----আমার উপর দায়িত্ব ছিল ইয়েমেনে
আলকায়েদার পরিবর্তে আরেকটা ফেইক মুজাহিদ গ্রুপ তৈরী করা।কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি।

>কিভাবে মুজাহিদ শায়েখ আলআদানী রহ:এর উপর বিমানহামলা হয়েছিল?
তার উপর ড্রোনহামলাটা করা হয় যখন তিনি আমাদের কাছে বাসায় এসেছিলেন।
তখন সেই সুযোগে আবুতুরাব আস সুদানী তার জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন করে।
আর আমাকে নির্দেশ দেয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে।আমি টেলিফোন করে তাদের বলে দেই এখানে একজন মুজাহিদ আছে,এবং আবুতুরাব তার গাড়িতে ইলেকট্রনিক চিপও সেট করেছে।
এরপরই তার উপর বোম্বিং হয়।

এই গুপ্তচরকে পাঠানো হয়েছিল একটা ফেইক জিহাদী গ্রুপ তৈরী করার উদ্দেশ্যে-যাদের কাজ হবে মুজাহিদদেরকেই হত্যা করা,আর জিহাদকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা।
এই মিশনে সফল হতে না পারলেও
নিকৃষ্ট এই জাসুস বেশ কিছু মারাত্মক
অপরাধের সাথে জড়িত ছিল।

যার মধ্যে আছে-
১.শায়েখ আবু আব্দিল আজিজ আল কাতারী এবং ভাই শুয়াইব আল মালেকী রহ:কে হত্যায় যোগসাজশ।

২.শায়েখ আল আদানী এবং তার সঙী আব্দুল হামিদ বিন আব্দুল কাদির আল জাজায়েরী,আবু আহমাদ হাইজুম আশ শাবওয়ানী, উক্কাশা আল আদনী,হুজাইফা আশ শাবওয়ানী এবং আবুল লাইস আস সানআনী কে ড্রোনহামলা করে হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকা।
আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে রহম করুন।আমীন।

৩.ভাই আবুল মিকদাদ আস সানআনীর জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন।

৪.ভাই আবু উমর আস সানআনী এবং উসাইদ আল ইব্বী রহিমাহুমাল্লার উপর স্পাইচিপ স্থাপন।

৫.ভাই হুজাইফা আল বাইহানী এবং হাবিব আল জিদ্দাবী রহ: কে ড্রোনহামলায় হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকা।

৬.শায়েখ আবুহাদী আল বাইহানীকে ড্রোনবিমানের মাধ্যমে বোম্বিং করে হত্যার ঘটনায় সহযোগিতা।
এ হামলায় তার সঙে আরো শহীদ হন শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আদ দাগারী এবং সাইফ আদদাগারী,এবং আবু উমার আদ দাগগারী রহিমাহুমুল্লাহ।

{৪}

গুপ্তচর:জাবনুল্লাহ আশ শারুরী।
(ওরফে আবু আয়েয আশ শারুরী।)
সৌদী সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত।
তার জবানবন্দী প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত করা হচ্ছে।

তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের অডিওরেকর্ড
থেকে...
প্রশ্ন> >কিভাবে মুজাহিদ আবু জান্দাল আস সুআইরী রহ: এর উপর এয়ারস্ট্রাইক হয়েছিল?
---আমরা শায়েখ আবুজান্দালের সঙে দেখা করি।সালেম তার সঙেই ছিল।আমরা তাদের সঙে কথা বলি।
একটু পরে সালেম একটা ফোনকল রিসিভ করে কথা বলার জন্য একটু দূরে যায়।আমরা আবু জান্দালের গাড়ীর দরোজার দিকে এগিয়ে যাই,তিনিও আমাদের স্বাগত জানিয়ে নেমে আসেন।কিছুক্ষণ আমরা গাড়ীর বাইরে কথা বলে কাটাই।এরপরে শায়েখ আবু জান্দাল গাড়ির সীটে গিয়ে বসেন।
সালেম তখনও ফোনে কথা বলছিল।
আমরা যখন শায়েখের সঙে কথা বলছিলাম সেই ফাঁকে শায়েখের গাড়িতে ইলেক্ট্রনিক চিপ সেট করে ফেলা হয়।
এরপর আমরা তাদের বিদায় জানিয়ে চলে যাই।সূর্যাস্তের আগমুহূর্তে শায়েখ আবুজান্দালের উপর ড্রোনহামলা হয়।

যেসব অপরাধে সে জড়িত ছিল-
১.মার্কিন বাহিনীর কাছে তথ্য পাচার-:তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই হাদরামাউত প্রদেশের রায়েদা অন্চলে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে মার্কিন বিমানহামলা পরিচালিত হয়।
আর এই অপারেশনে সাতজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।
এরা হচ্ছেন-তানজিমের অর্থবিভাগের তদন্তকেন্দ্রের পরিচালক
ভাই জাফর আত তা'যী,আবু খালেদ আল ইথিওপীয়,আবু আব্দিল গফফার আস সুদানী, আবু দুজানাহ আল ওয়াকারী,আবু মাহজিন আস সিনানী,মুগীরা আস সাইয়ারী এবং ইউনুস আল লাহজী।
রহিমাহুমুল্লাহু জামিয়ান...

২.ভাই তামিম আশ শিহরী এবং আব্দুল মাজিদ বিন ফয়সাল আশ শিহরী রহিমাহুমাল্লাহ এর উপর বোমাবর্ষনের পেছনেও তার ভূমিকা ছিল।

৩.শায়েখ ইবরাহিম ইবনে সুলাইমান আর রুবাইশ,শায়েখ জাকারিয়া আল ইব্বি,হামজা আল হিতার, ভাই আমির আস সানআনী এবং ভাই জোবায়ের আস সাইআরী রহিমাহুমুল্লার জন্য সে ইলেকট্রিক চিপ স্থাপন করেছে।

৪.ভাই সালেম ইবনে হাম্মাদ ইবনে সিরহাক রহিমাহুল্লার জন্য ইলেকট্রিক চিপ স্থাপন সহযোগিতা করেছে।
একইভাবে সম্মানিত মুজাহিদ-জান্দাল আস সাইআরী(আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান বিন ইয়ারবু)রহ:এর উপর ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন করেছে।
অথচ এই মহৎ মুজাহিদ আবয়ানের জিনজুবারের যুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় তাঁর দুইচোখই হারিয়েছিলেন।

৫.মুজাহিদ আবু তুরাব আস সাইয়ারী এবং আবু আব্দিল্লাহ আস সাইয়ারী,এবং জাফর আশ শাবওয়ানী রহিমাহুমুল্লার অবস্থানস্থলে সে ইলেকট্রনিক চিপ রেখে দিয়েছে।

৬.মুজাহিদ আলী রাফআন এবং মুবারক ইবনে সালেম আল মাহশামী রহিমাহুমাল্লাকে বোমাবর্ষনে হত্যায় সে জড়িত ছিল।

আপাতত নিরাপত্তাজনিত কারণে তদন্ত বিভাগ এই গোয়েন্দা এজেন্টের অনেক বিষয় প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকছে।
এই গুপ্তচরের সাথে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটনা ঘটেছে-যেটা হয়তো দর্শক-পাঠকের কাছে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিস্ময়কর মনে হবে।
আমরা ইনশাআল্লাহ এই ঘটনা পরবর্তী কোন প্রকাশনায় "একজন গুপ্তচরের গল্প" শিরোনামে প্রকাশ করবো।

{৫}

গুপ্তচর: জ্যাকব আল হাদরামী।
আসল নাম:খালেদ ইবনে সালেম।

সৌদি ইন্টেলিজেন্সের হাতে বন্দী থাকাকালীন সময়ে সৌদী গোয়েন্দ সংস্থা তাকে রিক্রুট করে।
দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে নিরাপত্তাবিভাগের সাথে ময়দানে কাজ করেছে।
একে এই গুপ্তচরদের পুরো টিমটার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

>নিরাপত্তা বিভাগ এই মুহূর্তে তার সব অপরাধের ফিরিস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকছে-
নিরাপত্তাজনিত কারণে।

{৬}

গোয়েন্দা এজেন্ট: ফারিস আল ক্বাসিমী।
ওরফে আব্দুর রহমান আল ক্বাসিমী।
সৌদি ইন্টেলেজেন্সের হাতে বন্দী থাকাকালীন সময়ে ১৭ বছর বয়সে গোয়েন্দা হিসেবে রিক্রুট হয়।
"আসরারুন ওয়া আখতারুন" শিরোনামের একটি আলাদা প্রকাশনায় তার কিছু অপরাধের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।
১৪৩৬ হিজরী মোতাবেক ২০১৫ সালে সৌদী ইন্টেলিজেন্স তাকে ইয়েমেনে পাঠায়।
ইয়েমেন পৌছার কিছুদিনের মধ্যেই তাকে গোয়েন্দা জ্যাকব আল হাদরামীর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয় -যেন সে তার জন্য পরিবেশ তৈরী করে দিতে পারে।

যেসব অপরাধে সে জড়িত ছিল--
১.শায়েখ আবু আব্দুর রহীম(ইবরাহিম ইবনে মাবখুত আল ওসাবী) এবং ভাই আবুল ইজ আল গামেদী রহিমাহুমাল্লার উপর ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন।
২.আলকায়েদার মুজাহিদ ভাই আবুজিহাদ আশ শিহরী,আবু আনাস আন নাহদী, বারা আল ক্বাইফি, কায়েস আল কাইফি,আবু হুজাইফা আল ক্বাইফি এবং আবু ফাহাদ আল বাইহানীর জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন।

৩.ভাই আবু হাজের আল হাদরামী এবং ইউসুফ আল হাদরামীর জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন।

৪.মুজাহিদ ইয়াসির আস সানআনী,উসমান আস সানআনী এবং মুতাজ আস সানআনীর জন্য স্পাইচিপ স্থাপন।

৫.শায়েখ আবু আব্দিল আজিজ আলক্বাতারী এবং ভাই শুয়াইব আল মালেকী রহিমাহুমাল্লাহকে উদ্দেশ্য করে পরিচালিত অপারেশনে শত্রুর সঙে যোগসাজশ।

৬.আবু জান্নাত আস সাইআরী,নাসির আওশান এবং নাজি মিকান প্রমুখ মুজাহিদীনের উপর ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন।

৭.তানজিমের মিডিয়া বিভাগের একটি গাড়িতে চিপ স্থাপন।যার ফলে জিহাদী মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব ও সাংবাদিক জাকারিয়া আল ইব্বি,জাসসার আল আদানী এবং আবু সালেহ আল ইব্বি নিহত হন। রহিমাহুমুল্লাহ।

৮.শায়েখ মাইসারা আল আদানী ও তার সঙীদেরকে ড্রোনহামলার মাধ্যমে হত্যায় সে ভূমিকা পালন।

★
{৭}

গুপ্তচর:সালেহ ইবনে আলী আশ শারুরী।
ওরফে হামজা আশ শারুরী।
সৌদী গোয়েন্দা সংস্থার হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় গোয়েন্দা সংস্থা তাকে নিজেদের এজেন্টে পরিণত করে।
প্রথমবারের মতো তার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন:কিভাবে শায়েখ ইবরাহীম আর রুবাইশ রহ:কে বোম্বিং করে হত্যা করা হয়েছিল?
------আমার কাছে জাবনুল্লাহ (সৌদী গোয়েন্দদের প্রেরিত আরেক এজেন্ট)
এসে বলল, "আমার কাছে একটা ইলেকট্রনিক চিপ আছে, এখন এটাকে শায়েখের গাড়ীতে

কিভাবে ফিট করা যায়?
আমি বললাম টেনশনের কিছু নেই,আমি ব্যাবস্থা করছি।
আমি গাড়ির পাহারার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রি আবু্মালেককে বলবো তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও,গাড়ি আমি পাহারা দিচ্ছি।
আমি আবু মালেককে গিয়ে বললাম-কি খবর তোমার?
ভীষণ ক্লান্ত হয়ে আছো!জামাকাপড়ও ময়লা হয়ে আছে।যাও,একটু বিশ্রাম নাও গিয়ে...
তোমার জায়গায় আমি পাহারা দিচ্ছি..
আবু মালেক বলল-খালাস।ঠিক আছে।
সে চলে গেলে জাবনুল্লাহ এসে গাড়ীতে ইলেকট্রনিক চিপ ফিট করে চলে গেল।
কাজ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি আবু মালেককে গিয়ে বললাম,তোমার পাহারার দায়িত্বে ফিরে যাও।
সেন্ট্রিকে পাহারায় বসিয়ে আমি চলে গেলাম।
গভীর রাতে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল ওরা আর জানাল শায়েখ ইবরাহিম আর রুবাইশ গিরিখাতের নিচের অন্চলে বিমান হামলার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন।

যে সব অপরাধে এই গোয়েন্দা এজেন্ট জড়িত ছিল-
১.সৌদী দালাল ডাবল এজেন্ট জাবনুল্লার সঙে যোগসাজশ করে সে মার্কিনীদেরকে রায়েদা অন্চলে বিমান নিয়ে অপারেশন চালাতে সহযোগিতা করেছে।

২.মুজাহিদ যোবায়ের আস সানআনী রহিমাহুল্লার গাড়িতে স্পাইচিপ স্থাপনে জাবনুল্লাকে সহযোগিতা করেছে।
৩.জাবনুল্লার সাথে মিলে মুজাহিদ আলী রাফআন এবং মুবারক ইবনে সালেম রহিমাহুমাল্লাহর উপর বিমানহামলায় সহযোগিতা করেছে।

৪.মুজাহিদ হাকীম আশ শারুরী এবং তামীম আশ শিহরীর গাড়িতে ইলেকট্রনিক চিপ সেট করেছে।

৫.মুজাহিদ ভাই আবু উবাইদাহ আশ শারুরী এবং আজ্জাম আস সাইউনী রহিমাহুমাল্লাহকে গুপ্তহত্যার ঘটনায়ও সে জড়িত ছিল।

৬.আরও তিনজন ভাইকে গুপ্তহত্যার ঘটনায় সে দায়ী।তাদের মধ্যে রয়েছেন-ভাই খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ করামিজ রহিমাহমুুল্লাহ।

৭.ভাই আলী জাবহান, খাত্তাব ইবনে হাজলান আস সাইআরী,এবং সালামা আশ শারুরী ও তাঁর সহোদর ভাই কে নিয়ে গঠিত একটি অপারেশন টিমের অভিযানে রওয়ানা হওয়ার আগেই শত্রুকে অভিযান স্থল সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছে। যার ফলে এই দলটির সকল ভাইই গ্রেফতারির শিকার হন।
আল্লাহ মুজাহিদ ভাইদেরকে দ্রুত মুক্তির ব্যাবস্থা করে দিন।আমীন।

★নিরাপত্তা বিভাগ নিরাপত্তাজনিত কারণে আপাতত তার কিছু অপরাধ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকছে।

★★★★★★★★★★★

'একিউএপি'র নিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্বশীল শায়েখ ইবরাহিম আবু সালেহ হাফিজাহুল্লার বিবৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য-যিনি অসীম করুণাময়, যার কাছে নিজ বান্দার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় আর অন্তরের গুপ্তভেদ-কোন কিছুই অজানা নয়।
যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী,বড়ত্ব ও মহত্তের অধিকারী,-
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই,তিনি এক ও একক-তাঁর কোন শরীক নেই,যিনি তার কিতাবে ঘোষণা দিয়েছেন- "আর তারই কাছে রয়েছে গায়েবের সকল খাজানা সমূহ,যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেনা.. জল ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি তার সবই জানেন,তার জানা ব্যাতীত একটা পাতাও পড়েনা,এবং সারাপৃথিবীর অাঁধাররাশিতে কোন একটি শস্যদানাও নেই- কাঁচা কিংবা পাকা এমনকোন বিষয়ই নেই -যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়।" (সুরা আলআনআম:৫৯)
আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসুল,যিনি ইরশাদ করেছেন-মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য ৩ টি।কথা বললে মিথ্যা বলে,ওয়াদা করলে ভঙ করে আর তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি,তাঁর পরিবার -পরিজন ও সাহাবাগণের প্রতি...

হামদ ও সালাতের পর:
★
আমরা আনন্দের সঙে আমাদের প্রিয় উম্মাহকে, এবং আমাদের সকল মুজাহিদ ভাইদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজ অনুগ্রহে আমাদের কে সৌদী গোয়েন্দা সংস্থার পাঠানো গুপ্তচরদের প্রধান টিমটাকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করার তাওফিক দিয়েছন-এরা ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অনুগত এবং সৌদী গোয়েন্দা সংস্থা বহু বছর ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে এদেরকে গড়ে তুলেছিল।
জিজ্ঞাসাবাদে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে,আর এমন সব জঘন্য অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়েছে-যা জাহেলী যুগের বর্বরতাকেও হার মানায়,এই উম্মতের ফেরাউন আবু জাহেলও যা করতে সক্ষম হয়নি।

আর এই ইন্টেলিজেন্স যুদ্ধে অর্জিত সফলতা ও বিজয় আলকায়েদার একার নয়,বরং এ বিজয় পুরো উম্মাহর,সমস্ত মুসলমানের।
তাই আমাদের উপর উম্মাহর হক হল এ সব গাদ্দারদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা,যেন তারা নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হতে পারেন,নিজেদের ইমান আমল,জান মাল,এবং ইজ্জত আবরু হেফাজত করতে পারেন,আর তাদের সামনে কুচক্রিদের চক্রান্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

উম্মাহর প্রতি আমাদের এই দায়বদ্ধতা থেকে মুসলমান সর্বসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে তানজিমের মিডিয়া বিভাগের ভাইয়েরা "গুপ্তচরবৃত্তির বিনাশ"শিরোনামে কয়েক পর্বের একটা ধারাবাহিক ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেছেন।
যার প্রতিটি পর্বে পর্বে আছে এই উম্মাহর বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসুলের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিবরণ।
এখন সকল মুসলমানের দায়িত্ব হল গভীর মনোযোগ ও চিন্তাসহকারে ধারাবাহিকটির প্রতিটি পর্ব অধ্যয়ন করা।কারণ শত্রুর যুদ্ধপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ও বিস্তৃত জ্ঞান আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সংগ্রাম ও বিজয় অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বি ইযনিল্লাহ।
★
আর আল্লাহর দীনকে সাহায্য করার লক্ষ্যে, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছেন এমন প্রতিটি মুজাহিদ ভাইয়ের উদ্দেশ্যে আমি বলবো....

সুসংবাদ গ্রহণ করুন,আনন্দের খবর শ্রবণ করুন।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিশ্চয় তার দ্বীনকে এবং তার দ্বীনের অনুগত প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করবেন,আর শুভপরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই।
মুমিনদের কে সাহায্য করার দায়িত্ব তো আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন;আল্লাহ ইরশাদ করেন"অতিঅবশ্যই আমরা সাহায্য করবো আমাদের রাসুলদেরকে,এবং মুমিনদেরকে -এই পার্থিব জগতেও,এবং সাক্ষীরা (আল্লাহর সামনে) দন্ডায়মান হওয়ার দিনেও..(সুরা আলগাফির:৫১))

সুসংবাদ গ্রহণ করুন-এই দিন বিজয়ী হবেই...
মর্যাদাবানদেরকে সম্মানিত করে আর মর্যাদাহীনদেরকে অপমানিত করে আল্লাহ এই দ্বীন কে বিজয়ী করবেন।

আর তখন সম্মান ও মর্যাদা হবে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এবং অপমান ও হীনতা হবে কুফর ও কাফেরদের জন্য...

★

আর সৌদ পরিবারের তাগুতদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই,বড় নিকৃষ্ট কাজ তোমরা করেছো,বড় জঘন্য উদ্যোগ তোমরা নিয়েছো আল্লাহর প্রজ্জলিত আলোকে নেভাবার জন্য।
তোমরা যা করেছো জাহেলী যুগের আবুজেহেলরাও ইসলামের বিরুদ্ধে তখনকার যুদ্ধে সেটা করতে পারেনি।কিন্তু জেনে রেখো তোমাদের সমস্ত উদ্যোগ ও চক্রান্ত,সব আয়োজন ও ষড়যন্ত্র ব্যার্থতায় পর্যবসিত হবে বি ইজনিল্লাহ...
আর শিঘ্রই সেই দিনটি আসবে যেদিন আল্লাহ তায়ালা তার সৈনিকদের শক্তিশালী করবেন,আর তোমাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিজয় দান করবেন।

★

আর যে সব গাদ্দার এজেন্ট তোমরা পাঠিয়েছিলে তাদের সবার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে লোকসমাজে সবার সামনে অপমানিত করেছেন।
তোমাদের প্রতিপালিত এজেন্টরাই এখন তোমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও নীলনকশার কথা প্রকাশ করে দিয়েছে।জাহেলী যুগের বর্বরতাকে হার মানানো তোমাদের নানা অপরাধের কথা তারা অকপটে স্বীকার করেছে।
অন্যায়ভাবে নিরপরাধ মানবহত্যা থেকে শুরু করে মানুষের ইজ্জত আবরুর উপর হামলা,এমনকি মার্কিনীদেরকে নির্লজ্জ সহযোগিতার মতো অপরাধ তোমরা করেছো -অথচ মার্কিনীরা ইয়েমেনের এই ভূখণ্ডে নিরীহ মুসলমানদের কে শুধুমাত্র আল্লাহকে রব হিসেবে মানার অপরাধে চালকবিহীন বিমানহামলায় নির্বিচারে হত্যা করছে।
আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট,আর তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।

★

আর সকল গোয়েন্দা ও ডাবল এজেন্টদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো-জেনে রেখো,আল্লাহ তোমার মুখোশ উন্মোচন করবেনই,আজ কিংবা কাল।
মুজাহিদীনরা আল্লাহর তাওফিকে তোমাকে শিঘ্রই হোক কিংবা বিলম্বে হোক,পাকড়াও করবেনই।আর তোমাদের পরিণতিও হবে এই গাদ্দারদের মতো-যাদেরকে আল্লাহ মুজাহিদীনদের কাতার থেকে এমনভাবে বহিষ্কার করেছেন -যেটা তারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি।
ইতিপূর্বে একাধিকবার আমরা যেসব গুপ্তচর আল্লাহর কাছে তাওবা করে মহজাহিদীনদের হাতে

আত্নসমর্পণ করবে তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলাম।কিছু কিছু গুপ্তচর এই সুযোগ কাজেও লাগিয়েছে।যদি এই গাদ্দার গুপ্তচররাও আত্নসমর্পণ করতো তাহলে আমরা এদেরকেও ক্ষমা করতাম,এদের বিষয়টা গোপন রাখতাম,এবং এদেরকে নিরাপত্তা দিতাম।
কিন্তু এরা এদের ভ্রষ্টতাতে অবিচল ছিল।সুতরাং আজকের এই করুণ পরিণতি ওদের নিজেদেরই হাতের কামাই।
★
হে আল্লাহ! আপনি ইসলামকে বিজয়ী করুন আর মুসলমানদেরকে সাহায্য করুন।
হে আল্লাহ!আপনি শিরককে এবং মুশরিকদের কে পরাজিত ও লাঞ্চিত করুন।
হে আল্লাহ! আপনি সব জায়গায় আমাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে সাহায্য করুন,তাদের প্রতি করুণা বর্ষন করুন,শত্রুর ষড়যন্ত্র আর কুচক্রীদের চক্রান্ত থেকে আপনি তাদের হেফাজত করুন।
হে আল্লাহ!আপনি সকল জায়গায় মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্তি দান করুন,অটল ও অবিচল অবস্থায়।
হে আল্লাহ!আপনি ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইদের কে সাহায্য করুন,আপনি তাদের সহায় হয়ে যান,তাদের আঘাতগুলোকে আপনি অব্যার্থ আঘাত বানিয়ে দিন,
ইহুদী খ্রিষ্টান ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় দান করুন।আমীন।
ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

★★★★★★★★★★★
"হাদমুল জাসুসিয়্যা"ডকুমেন্টারি পরিচিতি
★★★★
:মুসলমান জনসাধারণকে এবং বিশেষ ভাবে মুজাহিদদের সচেতনতার উদ্দেশ্যে নির্মিত ধারাবাহিক ডকুমেন্টারি সিরিজ "হাদমুল জাসুসিয়্যাহ"---(গুপ্তচরবৃত্তির বিনাশ") এর কভার পেইজ।

এ সিরিজের পর্বগুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ-
১.গুপ্তচরবৃত্তি ও গোয়েন্দাগিরি।

২.ড্রোনহামলার গোপন কৌশল

৩."এক গুপ্তচরের গল্প।"

৪."কি করে ওরা এ পর্যন্ত পৌছল আর কিভাবে গ্রেফতার হল।"

৫."তবুও কি ওরা কি আল্লাহর কাছে তাওবা করবেনা?"

----এখানে এ পরিচিতিমূলক ভিডিওটিতে ডকুমেন্টারি সিরিজের প্রতিটি পর্বেরই চুম্বকাংশ তুলে ধরা হয়েছে...

প্রথম পর্বের একটি দৃশ্য ভাষ্যকারের কণ্ঠে)

"গুপ্তচরবৃত্তির বিনাশ করতে হলে আগে এই বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা জরুরী।...তাই এবারের পরিবেশনা গোয়েন্দাবৃত্তির পরিচিতি..
(দৃশ্যে চোখবাঁধা একজন গেয়েন্দা জাবনুল্লাহ আশ শারুরীর স্বীকারোক্তি)
"আপনি যদি কোনো এলাকা নিয়ন্ত্রণ করেন,আপনি সেখানে শক্তিশালী হন,আর আমি সেখানে গুজব ছড়াতে আসি -সে গুজবে কেউই কান দেবেনা এমনটা ভাবা অযৌক্তিক।"....

(দৃশ্য:২:মুজাহিদ ভাইয়েরা একটা জেলখানায় হামলা করে বন্দীদেরকে মুক্ত করছেন")

(দৃশ্য৩:আরো একজন গোয়েন্দার স্বীকারোক্তি প্রদানের দৃশ্য
"সে সময়ে তারা..... কে এবং হুসাম আল খালেদীকে পাঠাল....
.....

দ্বিতীয় পর্বের চুম্বকাংশ-

দৃশ্য:ড্রোনহামলায় ইয়েমেনের মুজাহিদদের একটি স্থাপনা ধুলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে.....

দৃশ্য২:গোয়েন্দা ফারুক আল ক্বসিমীর স্বীকারোক্তি
"ওই মুহূর্তে আমি আবুল ইজ এর সঙে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করলাম,'আপনি কোথায়?'

তিনি জানালেন যে তিনি অর্থভবনে অবস্থান করছেন।.....

দৃশ্য৩:গোয়েন্দা উসমান বিন আলী আশ শিহরীর জবানবন্দী:"ব্যাপারটা শুধু কাউকে টার্গেট করে হামলা করা -এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না,বরং বিষয়টা আরো বড়...

তৃতীয় পর্বের চুম্বকাংশ:

(এক গুপ্তচরের গল্প)
"(গোয়েন্দা আবু আমের আল মক্কীর বিভৎস একটা দৃশ্য,হাতে ফু দিয়ে কিছু একটা ফুলানোর চেষ্টা করছে।প্রায় পুরোটা দেহ বেলুনের মত ফুলে ওঠেছে।...)

(দৃশ্য২:গোয়েন্দা জাবনুল্লাহ আশ শারুরীর জবানবন্দী।)

"আমি এই পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চাই।এই দীর্ঘ সময় ধরে যে অপরাধ আর দুশ্চিন্তার বোঝা আমি বহন করে যাচ্ছি...
মনে হচ্ছে যখন থেকে এই পথে আমি নেমেছি তখন থেকে আল্লাহ আমার অন্তরে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন...

চতুর্থ পর্বের চুম্বকাংশ:
(গোয়েন্দা উসমান বিন আলী আশ শিহরীর জবানবন্দী)
খাওলান,হামজা এবং সাওয়াদ সবাই আলমানাসিহ অনঞ্চলে গিয়েছেন।(কমান্ডারদের অনুপস্থিতিতে আমি কমান্ডারের ভূমিকা পালন করতে লাগলাম)...

(দৃশ্য৩:আরেকজন গোয়েন্দার স্বীকারোক্তি প্রদানের দৃশ্য [আবু আমের আল মক্কী])
এই অবস্থান পর্যন্ত পৌছার জন্য অনেক সাধনা করেছি আমি,এবং এমন একটা অবস্থানে পৌছেছি-যে আমার আশেপাশের ভাইয়েরা যে কোনো সমস্যার সমাধানে আমাকেই স্মরণ করত।

(দৃশ্য৪:আবারও উসমান বিন আলী আশ শিহরীর স্বীকারোক্তি)
"ইতিমধ্যেই ভাইয়েরা অনেক সন্দেহজনক ব্যাক্তির নাম সংগ্রহ করে ফেলেছিল।কিন্তু আমি

অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম,কারণ আমি সবসময়ই সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সতর্কতা গ্রহণ করতাম।তাদের সঙে খুব বেশিক্ষণ সাক্ষাৎ করতামনা।
ফলে মুজাহিদ ভাইদেরকে যদি আপনি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন করেন তাহলে তারা কেউ বিশ্বাসও করতে পারবেনা যে আমি একজন স্পাই।"

(দৃশ্য:৫গোয়েন্দা আবু আমের আল মক্কী একটা ব্যাগ গোছাচ্ছে...)
"আমি আশা করছিলাম বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরেই আপনাররা আমাকে গ্রেফতার করবেন।...
আমি বিচারককে জিজ্ঞেস করলাম-কেন তারা আমাকে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও গ্রেফতার করেননি?"...

(দৃশ্য:৬ গোয়েন্দা হামজা আশ শারুরীর জবানবন্দী)
"সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছিল।কেউ কোনোকিছু জানতোনা।কোনদিন আমি কল্পনাও করিনি যে আমি গ্রেফতার হবো...
কিন্তু আমি ফাঁদে আটকা পড়েছি.."

পনঞম পর্বের চুম্বকাংশ

দৃশ্য১:
(গোয়েন্দা জাবনুল্লাহ আশ শারুরি দুইহাতে মুখ চাপড়ে হাউমাউ করে কাঁদছে,হাতকড়া আছে এক হাতে,অনুতাপে দুই হাতের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরেছে।
ব্যাকগ্রাউন্ডে পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াতের তিলাওয়াত-"এবং যেদিন জালেম তার দুইহাত কামড়াবে(আফসোসো) এবং বলবে হায় আফসোস!যদি আমি রসুলের সঙে তাঁর পথ অবলম্বন করতাম!
হায় আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধু না বানাতাম।
অতিঅবশ্যই সে আমাকে উপদেশ থেকে বিচ্যুত করেছে তা আমার কাছে পৌছার পরও,নি:সন্দেহে শয়তান মানুষের সাহায্য পরিত্যাগকারী...সুরা আলফোরকান:২৭-২৯)

(দৃশ্য দুই:একজন গোয়েন্দা ভুল বুঝতে পেরে বিবৃতি দিচ্ছেন)

"এক অনিশ্চিত ভয়াবহ গন্তব্যের পথে আমি পা বাড়িয়েছিলাম।
কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি,এখন আমি বুঝতে পেরেছি..।
আল্লাহর শোকর তিনি আমাকে ভুলের উপরই অটল থাকার সুযোগ দেননি..
হে আল্লাহ!তোমার শোকর যে তুমি আমাকে সজাগ করেছো..!
আলহামদুলিল্লাহ!আলহামদুলিল্লাহ!!আলহামদুলিল্লাহ!!!.. .

(দৃশ্য ২:জাবনুল্লাহ আশ শারুরীর কান্নাজড়িত কণ্ঠে অনুতাপ-)
আমরা পশুবৃত্তির এতটাই নিম্নস্তরে নেমেছি যে এমন জঘণ্য কাজগুলো করতে পারলাম!
আজকের আগে কোনদিন কেন এটা নিয়ে একটু চিন্তাও করলাম না..

(দৃশ্য৩:গোয়েন্দাদের উদ্দেশ্যে গুপ্তচর হামজা আশ শারুরীর উপদেশ)
যদি তোমরা ভুল স্বীকার করে মুজাহিদ ভাইদের হাতে আত্নসমর্পণ করো তাহলে তারা তোমাকে নিরাপত্তা দিবেন,এবং পরিচয় গোপন রাখবেন,
কিন্তু যদি তোমরা আত্নসমর্পণ না করো তাহলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঠিকই ভাইদের হাতে গ্রেফতার হবে....
সুতরাং তোমার জন্য উত্তম হলো সুযোগটা লুফে নেওয়া...এবং সুযোগ হারানোর আগেই মুজাহিদ ভাইদের হাতে আত্নসমর্পণ করা...

পরের দৃশ্য:

শায়েখ কাসেম আর রিমির বিবৃতি:
"এখন কেউ হয়তো বলতে পারে,এসব গোয়েন্দাদের মধ্যে কারো কারো হাত তো অবৈধ হত্যার রক্তে রন্জিত...(তো তাদের ক্ষেত্রে কি ফায়সালা হবে?তারাও কি নিরাপত্তা পাবে?)
এটা তো একটা যুদ্ধ..এটা একটা যুদ্ধ...
যা কিছুই হোক,(আমি আশ্বস্ত করছি)কেউ যদি অবৈধ হত্যার সাথেও জড়িত হয়ে থাকে,আর এখন অনুতপ্ত হয়ে গ্রেফতার হওয়ার আগে নিজেই আত্নসমর্পণ করে তাহলে তার জন্য থাকবে -নিরাপত্তা আর আমান...

(এরপরের দৃশ্যে আবারো গোয়েন্দা...হামজা আশ শারুরী তার অসম্পূর্ণ উপদেশের সমাপ্তি টানছে)

....প্রতিটি গোয়েন্দাকেই আমি বলছি একবার এই বিষয়টা নিয়ে নিজের সঙে বোঝাপড়া করো,একটু ভাবো...যদি আজ তুমি তাওবা করো,আর নিরাপত্তাবিভাগের ভাইয়েরা তোমাকে গ্রেফতার করার আগেই নিজেকে তোমার (মুজাহিদদের নিযুক্ত) জেলা প্রশাসকের হাতে সমর্পণ করো,

এভাবে যদি তুমি আমীরের কাছে গিয়ে বলো-যে আমি সিকিউরিটি বিভাগের ভাইদের সাথে দেখা করতে চাই,আমি এই এই অপরাধ করেছি,কিন্তু এখন আমি তাওবা করে অনুতপ্ত হয়ে এসেছি,আমি আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার ভিখারি হয়ে এসেছি...আমি সিকিউরিটি বিভাগের কাছে সারেন্ডার করতে চাই...

একবার একটু কল্পনা করো,এভাবে তাওবার পর,তুমি যদি সে রাতেই নিহত হও,নিরাপত্তাবিভাগের ভাইদের পর্যন্ত পৌছার এবং তাদের কাছে সারেন্ডার করার আগেই-তাহলে ভাইয়েরা কি তোমার সঙে উত্তম আচরণ করবেন না?আর মহান রব আল্লাহ তায়ালাও কি তোমাকে ক্ষমার নজরে দেখবেননা?

তুমি তো তাওবা করেছো,অনুতপ্ত হয়েছো...একবার হৃদয় দিয়ে বিষয়টা অনুভব করার চেষ্টা করো।

(দৃশ্য৪:শায়েখ আবু বিশর মুহাম্মাদ আদ দাররামাহ হাফিজাহুল্লার বিবৃতি)

বরং তোমার উপর জরুরী হল যত দ্রুত সম্ভব তুমি তোমার সঙী মুজাহিদদের কাছে আত্নসমর্পণ করো,এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকো যে তোমার সঙীরা তোমাকে স্বাগত জানাবে,তোমার ভুলগুলো গোপন রাখবে,এবং তোমাকে সুরক্ষা দিবে,এমনকি তোমার হয়ে তোমার পাশে সংগ্রাম ও লড়াইও করবে। যেমনটা ইতিমধ্যে বেশ কিছু গুপ্তচরের ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি,আবার শত্রুদেরকেও তাদের দিয়ে দাবা খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদ ভাইদেরকে দ্রুত মুক্তির ব্যাবস্থা করে দিন।আমীন।

ভাষ্যকারের কথা....
এই ডকুমেন্টারি নির্মাণ করতে গিয়ে আমাদের তথ্যের মূল উৎস ছিল-সৌদী গোয়েন্দা সংস্থার অনুগত ধরা খাওয়া সেই ডাবল এজেন্টদের সাথে সরাসরি বৈঠক ও জিজ্ঞাসাবাদ,আর তানজিমের তদন্ত বিভাগের তদন্ত শেষে তৈরী করা রিপোর্টের যতটুকু আমাদেরকে দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে ততটুকু।

নিরাপত্তাবিভাগ আমাদেরকে বেশ কিছু গোয়েন্দার উপর পরিচালিত তদন্তের রিপোর্ট ফাইলের একটা অংশ পড়ার সুযোগ দিয়েছে।

++++++++
তদন্তের রিপোর্ট ফাইল ও রেকর্ড থেকে আরো কিছু গোয়েন্দার জবানবন্দী ও অপরাধের বিবরণ:
++ +++ +++ ++++ ++
{৮}
হুসাম আল খালেদী (আসল নাম মুসাইদ আল খুয়াইতির)।
সেও সৌদী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত।
প্রথমবারের মত তার জবানবন্দী প্রকাশ করা হচ্ছে।

>নাম?

--মুসাইদ ইবনে সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ আল খুওয়াইতির আল খালেদী।

জন্ম:?

--উনাইজা শহরে।

>কে তোমাকে রিক্রুট করেছে?

--গোয়েন্দা অফিসার আবু হাইসাম।সে আমাকে বলেছে -আমরা চাচ্ছি তুমি আবার জিহাদের ময়দানে ফিরে যাও।মুজাহিদদের সাথে আবার যোগাযোগ শুরু করো।

তবে ময়দানে যাওয়ার বিষয়ে তুমি নিজে থেকে আবেদন করবেনা,তোমার অবস্থা দেখে তারাই যেন তোমাকে প্রস্তাব দেয় সে ব্যবস্থা করবে।

>শায়খ নাসর আল আনিসি রহ: উপর কিভাবে ড্রোন হামলা করা হয়?
--শায়েখ নাসর আল আনিসির দেখা পাবার একদিন কি আধাদিন পর,আমি শায়েখের মোবাইল নাম্বার মেজর জাইফুল্লাহ আর রুআইলির কাছে পাঠাই।(মেজর জাইফুল্লাহ সৌদী ইন্টেলিজেন্স অফিসার)
এর প্রায় বারঘন্টা পর সে আমাকে ফোন করে বলে যখন শায়েখ তার মোবাইল অন করবেন তখন আমাদেরকে খবর দিও।
আমি বললাম ওকে।
শায়েখ তার মোবাইল নাম্বার সক্রিয় করলেন,এরপর শায়েখ যখন মাজেদের সঙে বের হলেন আমি "আররার" কারাগারের সাবেক প্রিজনার সৌদী গোয়েন্দা অফিসার মেজর জাইফুল্লাহকে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম।
আমি আশা করছিলাম তারা এলাকা থেকে বের হয়ে রাস্তায় ওঠলে বম্বিং শুরু হবে।কিন্তু তারা মুকাল্লা শহরে থাকা অবস্থাতেই বোমাবর্ষন শুরু হল-যেখানে আরো অনেক মুজাহিদ ভাই একসাথে বসা ছিলেন।
+++++
যেসব অপরাধের সঙে জড়িত ছিল এই গুপ্তচর।
১.শায়েখ নাসর আল আনিসি রহ: ও তার শিশুপুত্র মুহাম্মাদ কে বম্বিং করে হত্যায় অংশগ্রহণ।এ হামলায় তাদের সঙে আরো শাহাদাত বরণ করেন ভাই আবু হাফস আল মিসরি,ইবরাহিম আল হাদরামী,রামজি আল হাদরামী, সাইদ আল ইন্দোনেশি, আবু মুহাম্মাদ আল আনসারি আল আবয়ানী রহিমাহুমুল্লাহ।

★★★★★
{৯}
গুপ্তচর:নায়েফ ইবনে ফালাহ আল মুতাইরি।
সৌদী সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত।
প্রথমবারের মত তার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা হচ্ছে।

>নাম?
----নায়েফ ইবনে ফালাহ ইবনে জায়েদ আল মুতাইরি।
>কার মাধ্যমে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে?
---সৌদী ইন্টেলিজেন্সের অফিসার ফাহাদ আদ দুসরীর মাধ্যমে

তার অপরাধের বিবরণ:
সে মুজাহিদ ভাই আবু আইমান আন নজদী, রাইয়ান আস সানআনী এবং মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে তুআইমান রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখের জন্য ইলেকট্রনিক চিপ স্থাপন করেছিল।

****
{১০}
গোয়েন্দা:আহমাদ রুশদী রাশেদ আস সিইলাবী।
জর্ডান সরকারের পক্ষ থেকে গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত।
প্রথমবারের মতো তার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা হচ্ছে।

>নাম?
---আমার নাম আহমাদ রুশদী রাশেদ আস সিইলাবী।
জর্ডানের জারকা অঞ্চলের অধিবাসী।
ব্যাক্তিগত জীবনে বিবাহিত ও পাঁচ সন্তানের জনক।

>গোয়েন্দা বিভাগে কি কি দায়িত্ব পালন করেছো?
---আমি জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে ইন্দোনেশিয়া এবং ইয়েমেনে দায়িত্ব পালন করেছি।
আমি ইয়েমেনে এসেছি ২০০৯ সালে।সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল আলকায়েদার বিরুদ্ধে কিছু করা,সুনির্দিষ্ট করে বললে উদ্দেশ্য ছিল-আলকায়েদার নেতৃবৃন্দ,অর্থের উৎস এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর বিষয়গুলো পর্যন্ত পৌঁছা।
কিন্তু বাস্তবে,আলকায়েদার হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত আলকায়েদাকে চিনতেই পারিনি।

তার অপরাধের বিবরণ:

সে ইন্দোনেশিয়ায় বেশ কিছু মুজাহিদ গ্রেফতার হওয়ার ক্ষেত্রে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছে।এবং সেখানকার জিহাদী তানজিমগুলো সম্পর্কে তাগুতকে তথ্য সরবরাহ করেছে।
এ ছাড়াও ইয়েমেনে এসে তানজিম আল কায়েদার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করার উদ্দেশ্যে এতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছে।
কিন্তু আল্লাহ তায়ালার শোকর,তানজিমে তার যোগদান প্রচেষ্টার প্রথম দিনেই মুজাহিদগণ তাকে ধরে ফেলতে সমর্থ হন।

{১১}
স্পাই:রশিদ আল হাবশী।

ইয়েমেনী ও মার্কিন নাগরিক।
ইয়েমেনের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্য,এবং প্রধান প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।এ ছাড়াও সে হাজরামাউত মরু ও উপত্যকা অঞ্চলের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা।
ইয়েমেনে মুজাহিদদেরকে আক্রমণ করার জন্য আমেরিকার ফ্লোরিডায় ড্রোনহামলার নীলনকশা বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত গোপন মিটিংগুলোতে সেও অংশ নিয়েছিল।
মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়ে গোয়েন্দা বোমারু বিমানগুলো সম্পর্কে সে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে।
যেগুলো মুজাহিদরা পরবর্তী কোন প্রকাশনায় "ড্রোন বিমানের হামলার কৌশল"শিরোনামে ডকুমেন্টারির স্বতন্ত্র একটি পর্ব হিসেবে পরিবেশন করবেন ইনশাআল্লাহ।

****

{১২}

গোয়েন্দা :উসমান শেরী আল জামী।
সোমালিয়ান নাগরিক।
জিবুতি ও কেনিয়া সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত।
জর্ডানে তার গোয়েন্দাবৃত্তির উপর ট্রেইনিং সম্পন্ন হয়।।তার সন্দেহ জনক গতিবিধির ব্যাপারে একাধিক রিপোর্ট ও প্রমাণ পাওয়ার ভিত্তিতে
তানজিম আল কায়েদায় যোগ দেওয়ার চেষ্টা করার আগেই তানজিম তাকে গ্রেফতার করে।

তার সংঘটিত কিছু অপরাধের বিবরণ।
১.সোমালিয়ায় থাকাকালে হারাকাতুশ শাবাবের ভাইদের বিষয়ে তাগুতকে তথ্য প্রদান।

এ খানে আমরা একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই-যে একই টার্গেটকে হত্যায় কখনো কখনো একাধিক গুপ্তচরও জড়িত থাকতে পারে।
আর আমরা কারো ক্ষেত্রে বলছি-"অপরাধে জড়িত, /আবার কারো বেলায় বলেছি "অংশগ্রণ করেছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বলেছি "নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছে" বা চিপ স্থাপন করেছে ইত্যাদী,-তো এসব শব্দের পরস্পরে অর্থে পার্থক্য আছে।এই পার্থক্য-ফারাক ইনশাআল্লাহ আমরা "ড্রোন বিমানের হামলার কৌশল" শিরোনামের ডকুমেন্টারিতে বিশদ বয়ান করব ইনশাআল্লাহ।
{১৩}
****
একজন গোয়েন্দার একরার ও নসীহতনামা----
____------+++++++---------_____
গোয়েন্দা:ইয়েমেনের গোয়েন্দা সংস্থার একজন উচ্চপদস্থ অফিসার।

"আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি-যারা গোয়েন্দাবৃত্তির এই ভয়ঙ্কর খেলায় জড়িয়ে পড়েছো, তাড়াতাড়ি সরে এসো....
আর যারা জড়াওনি তাদের বলছি-এসব থেকে দূরে থেকো,কোনভাবেই এসবের সাথে নিজেকে জড়িওনা,দূর থেকেও না,কাছ থেকেও না,...
এর শেষ পরিনাম বড়ই ভয়ঙ্কর,বড়ই নির্মম...

এই গোয়েন্দা কে মুজাহিদীনরা গ্রেফতার করেন।তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,মূল্যবান ও স্পর্শকাতর তথ্য দেওয়ার বিনিময়ে মুজাহিদীনদেরকে তার পরিচয় প্রকাশ না করার অনুরোধ জানায়।তার দেওয়া এসব তথ্য সম্পর্কে মুজাহিদীনদের আগে জানা ছিলনা।

তার দেওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে-১২ সদস্য নিয়ে গঠিত একটি গোয়েন্দা টিম সম্পর্কে মুজাহিদদের তথ্যপ্রদান,যে টিমটা তানজিমের বাইরে থেকে তানজিমের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তিতে

নিযুক্ত ছিল।
মুজাহিদরা তার তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর আল্লাহর রহমতে ওই ১২ জনের মধ্যে ১১ জনকেই গ্রেফতার করতে সমর্থ হন।
আর তার পরিচয় প্রকাশ না করার ওয়াদাও মুজাহিদীনরা যথাযথভাবে পূরণ করেন।

★★★★★
ভাষ্যকারের জবানীতে ডকুমেন্টারি নির্মাণের
শুরুর গল্প

মিডিয়ার বিভাগের দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে আমার কাছে চিঠি এল-আবুল ইয়ামান (ছদ্ম)নামধারী একজন মুজাহিদ ভাইয়ের সঙী হয়ে রওয়ানা দিতে হবে...তাৎক্ষণিকভাবে সফরের পাথেয় যা নেওয়া যায় তা নিয়েই তার সঙে বেরিয়ে পড়লাম।
নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পৌঁছার পর (জায়গাটার নাম উল্লেখ করতে পারছিনা) সেই ভাইটি আমাকে বললেন সবকিছু রেখে যেতে হবে,কিছুই সঙে নেওয়া যাবেনা..
মনে মনে একটু অভিমান হলেও প্রকাশ করলাম না।
পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে বিষয়টা নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত।
এরপর তার সঙে গন্তব্যে পৌছলাম।
সেখানে পৌছে আমি উৎফুল্ল ও অানন্দিতই ছিলাম,যখন ভাইদের কে দেখলাম তারা মৃদু হাসি আর অানন্দের সঙে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছেন। নিজেদের কর্মতৎপরতায় এবং আমার আগমনে তাঁরাও যারপরনাই আনন্দিত ছিলেন।
কিন্তু আমার এই নির্ভারতা ও নিশ্চিন্ত অনুভূতি মাত্র দুঘন্টাই স্থায়ী হয়েছিল।এরপরই তদন্ত বিভাগের দায়িত্বশীল আমাকে বিনীত অনুরোধ করে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে একান্তে তার সঙে বসালেন।
এরপর আমাকে একটা চিঠি বের করে দিয়ে বললেন এটা আমার জন্য,ভেতরে কি আছে তিনি জানেননা।তবে তাকে বলা হয়েছে এই সেফহাউজ থেকে বের হওয়ার পর আমার যে কোন প্রয়োজনে তিনি যেন সাহায্য করেন।
এই বলে আপাতত তিনি বিদায় নিলেন।
এর কিছুদিন পর...চিরতরে এই পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে মহান রবের দরবারে চলে গেলেন-শাহাদাতের সুধা পান করে,মহত্ব ও ত্যাগ,বিসর্জন ও ভালোবাসার স্মৃতিচিন্হ নিয়ে।

আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।

চিঠি খুলতেই দেখি মুহতারাম শায়েখ আবুল হাসান ইবরাহীম আবু সালেহ পাঠিয়েছেন পত্রখানি। আমাকে বলছেন কিছুদিন যেন তদন্ত কর্মকর্তাদের সঙে কাটাই,এরপর ঘটনাটা "হাদমুল জাসুসিয়্যাহ"শিরোনামে একটা প্রকাশনার মাধ্যমে উম্মাহর সামনে তুলে ধরি।
আর প্রকাশনা কেমন হবে সে বিষয়ে মৌলিক কিছু দিকনির্দেশনাও উপহার পেলাম শায়খের কাছ থেকে।
এর কিছুদিন পর তদন্ত বিভাগের দায়িত্বশীল এলেন-আর তার সঙে শুরু হল এক নতুন পৃথিবীর পথে আমার অভিসার।
এ জগৎ সম্পর্কে আমার কোন পূর্বপরিচয় নেই, এমনকি এ ব্যাপারে কোন ধারণাও নেই।
অদ্ভূত সেই পৃথিবীতে আমি একবার হাসি তো হাজারবার কাঁদি...
একবার ভীত হই তো অজস্রবার নিরাপদ বোধ করি...

সেখানে দেখলাম একদল কালকেউটেকে-যারা হাসতে হাসতে ছোবল দেয় আর হত্যা করে মায়াকান্নায় মেতে ওঠে...
দেখলাম মানুষের সূরতে কিম্ভূতিকিমাকার এক অদ্ভূত প্রকৃতির জীবকে -নিজের মা কে হত্যা করতেও যাদের দ্বিধা হয়না,সামান্যও হাত কাঁপেনা....

মানুষরূপী এমন এক অদ্ভূত প্রজাতির প্রাণীকে দেখলাম যারা নিজেদের আকৃতি সম্পর্কে জানেনা। বিকৃত মস্তিস্কের এমন কিছু জানোয়ার দেখলাম যারা নিজেদের বিকৃতির ব্যাপারে জানেনা।

দেখলাম পদতলে পিষ্ট হওয়া কিছু কোমল গোলাম,আরও দেখলাম মাথার উপর তুলে রাখা নোংরা কিছু পাদুকা...
ফেরেশ্তার আকৃতিতে কিছু বোবা শয়তান...
অন্তত এতদিন পর্যন্ত মানুষ এদেরকে ফেরেশতা বলেই জানত....
এদেরকে দেখে বুঝতে পারলাম যে খোদ শয়তানও এদের থেকে পানাহ চাইবে...
এমন এক বিভৎস আওয়াজ শুনতে হয়েছে যার দু:সহ স্মৃতি আমি কোনদিনই ভুলতে পারবোনা, সেই কণ্ঠস্বর চিৎকার করে ওঠত আর আমি কেদে দিতাম..সে কান্না করত আর আমি প্রচণ্ড বেদনায় মূষড়ে পড়তাম...

ইচ্ছে ছিল পুরো ঘটনার অাদ্যোপান্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরব,
কিন্তু আল্লাহর শোকর,আমাকে এর অনুমতি দেওয়া হয়নি....

♦♦♦♦♦♦♦